Bangladesh Shishu Adhikar Forum
Child Rights Network of NGOs

House # 42/43 (Level-2), Road # 2
Janata Cooperative Housing Society
Ring Road, Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-8110857, Fax: 88-02-9110017
E-mail:info@bsafchild.net; bsaf@bdcom.net
Web: www.bsafchild.net

বাবা-মায়ের হাতে শিশু হত্যা আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি, বিচারহীনতা এবং বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা অব্যাহত

শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৬ (জানুয়ারী - ডিসেম্বর) এই ১২ মাসের জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে মোট ৩৫৮৯টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে যাদের মধ্যে ১৪৪১ শিশু অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে এবং ৬৮৬ শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

২০১৫ সালের মত ২০১৬ সালেও শিশু হত্যা কিছুটা (-৯.২৫%) কমলেও আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়েছে বাবা-মায়ের হাতে শিশু হত্যা (৫৭.৫%) । ২০১৬ সালে ৬৪টি শিশু-বাবা মায়ের হাতে নিহত হয় অর্থাৎ গড়ে প্রতিমাসে অন্তত ৫টি শিশু বাবা-মায়ের নির্মমতায় প্রান হারায়। সেই সাথে বেড়েছে স্কুলগামী কিশোরীদের প্রতি বখাটেদের অত্যাচার- মারধর। বখাটেদের প্রেম/বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং প্রতিবাদ করায় হামলা, মারধর ও লাঞ্ছনার শিকার অনেকেই মারাত্মক জখম এবং হুমকিতে বিদ্যালয়ে গমন সাময়িক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। শারীরিক নির্যাতন যেমন চুরির অপরাধে পিটিয়ে নির্যাতন (১৮%) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটিয়ে নির্যাতন (২০%) বেড়েছে।

২০১৫ সালে মোট ৫২১২টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল সে অর্থে ২০১৬ সালে সামগ্রিকভাবে শিশু নির্যাতন কমেছে ৩১.১৪% । ২০১৬ সালে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরন সহ সামগ্রিকভাবে শিশু নির্যাতনের সংখ্যা ২০১৫ সালের তুলনায় কিছুটা কমলেও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম মনে করে, গড়ে মাসে ২০টির অধিক শিশু হত্যা এবং ৩০টির বেশি শিশু ধর্ষণের ঘটনা জাতীয় দৈনিকে এসেছে কোন ভাবেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি হয়।

সামগ্রিক ভাবে শিশু নির্যাতন কিছুটা হ্রাস পাওয়ার কারন মূলত সামাজিক সচেতনতা, প্রতিবাদ প্রবণতা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তৎপরতা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া। তবে বিচারহীনতা এবং বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা অব্যাহত রয়েছে আগের মতই। জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী ২০১৬ সালে ৩৬টির শিশু হত্যা মামলার রায়, ২৫টি শিশু ধর্ষণ মামলার রায়, ৩টি শিশু অপহরণ মামলার রায় এবং ১টি শিশুর উপর অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনার মামলার রায় হয়েছে যার মধ্যে ২-৩টি ঘটনা ছাড়া বাকি সবগুলো ঘটনা ঘটেছিল ২০১০-২০১৪ সময়কালে বা তার ও আগের।

সাল ২০১৬

শিশুর আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪টি মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় বারের মত শিশুদের জন্য আলাদাভাবে "শিশু বাজেট" প্রণয়ন করেছে এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রথম শিশু বাজেটের চেয়ে অধিক অর্থ বরাদ্দ রেখেছে যা নিঃসন্দেহে শিশু অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে।

কিন্তু ২০১৬ সালের নভেম্বরে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬ এর যে খসড়া মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে তাতে বিশেষ ক্ষেত্রে বিয়ের প্রসঙ্গটি ১৯ ধারায় বলা হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে আদালত এবং পরিবারের অনুমতি সাপেক্ষে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। কিন্তু ১৮ বছরের নিচে কত বছরে বিয়ে হতে পারে তা এই আইনে নির্দিষ্ট করে বলা নেই। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম আশঙ্কা করে এই আইন কার্যকর হলে ধর্ষণ সহ শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। নতুন আইনে বিয়েতে রাজি না হলে
জোর করে যৌন সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে বিয়ের সুযোগ তৈরির প্রবণতা বাড়বে এবং শিশু নির্যাতনের হার বেড়ে যাবে।

১০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদ এর ভিত্তিতে বিএসএএফ এর পর্যালোচনা অনুযায়ী, ২০১৬ সালে (জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর) ৩৫৮৯ টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে শিশুদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন গুলোকে আমরা ৬টি বৃহৎ ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করেছি।

Bangladesh Shishu Adhikar Forum
Child Rights Network of NGOs

House # 42/43 (Level-2), Road # 2
Janata Cooperative Housing Society
Ring Road, Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-8110857, Fax: 88-02-9110017
E-mail:info@bsafchild.net; bsaf@bdcom.net
Web: www.bsafchild.net

১। অপমৃত্য- ১৪৪১ টি শিশু
২। অপঘাত- ২০৫ টি শিশু
৩। যৌন নির্যাতন- ৬৮৬টি শিশু
৪। অপহরণ, নিখোঁজ ও উদ্ধার- ৪৪৫ টি শিশু
৫। নির্যাতন ও সহিংসতা- ৩৯৮ টি শিশু
৬। অন্যান্য- ৪১৪

১। অপমৃত্যুঃ

২০১৬ সালে (জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর) অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে ১৪৪১ টি শিশু যা ২০১৫ সালে ছিল ২৯৩১ অর্থাৎ ২০১৬ সালে সামগ্রিক ভাবে শিশু অপমৃত্যুর হার কমেছে ৫১%।

২০১৬ সালে অপমৃত্যুর শিকার শিশুদের মধ্যে ২৬৫টি শিশু হত্যার শিকার হয়েছে, ১৪৯টি শিশু আত্মহত্যা করেছে, ২৫২টি শিশু সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে, ৩৫২টি শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে, আগুনে পুড়ে ২০টি শিশু নিহত হয়েছে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে ৫৮ টি শিশু নিহত হয়েছে, বজ্রাঘাতে ৬৩টি শিশু নিহত হয়েছে, রাজনৈতিক সহিংসতায় ৪টি শিশু নিহত হয়েছে, ভুল চিকিৎসা এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলায় নিহত হয়েছে ৩০টি শিশু, নৌ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৫৫টি শিশু এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৯৩টি শিশু।

২০১৬ সালের শিশু অপমৃত্যুর উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো ২০১৫ সালের সাথে তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল ঃ

	শিশু মৃত্যুর ধরণ	২০১৫	২০১৬	হ্রাস/বৃদ্ধি
১	হত্যা	২৯২	২৬৫	-৯.২৫%
২	আত্মহত্যা	২২৮	১৪৯	-৩৫%
৩	সড়ক দুর্ঘটনা	৪৮০	২৫২	-৪৭.৫০%
৪	পানিতে ডুবে নিহত	৪২৩	৩৫২	-১৭%
৫	বজ্রাঘাতে নিহত	৪৪	৬৩	৪৩.১৮%
৬	বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে নিহত	৬৩	৫৮	-৮%
৭	ভুল চিকিৎসা এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলায় নিহত	৮৬	৩০	-৬৫.১২%
৯	অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনায় নিহত	১৮২	৯৩	-৪৯%

হত্যা ঃ

২০১৬ সালের হত্যার শিকার হয়েছে ২৬৫টি শিশু যা ২০১৫ সালে ছিল ২৯২ অর্থাৎ ২০১৬ সালে সামগ্রিকভাবে শিশু হত্যা কমেছে ৯.২৫%। ২০১৬ সালে হত্যার শিকার ২৬৫ টি শিশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৬৪টি শিশু বাবা-মায়ের দ্বারা খুন হয়েছে, ৪৭টি শিশুকে নিখোঁজ পরবর্তী হত্যা করা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, ২১টি কন্যা শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ১৭টি শিশুকে অপহরণের পর হত্যা করা হয়েছে, ১৭টি শিশুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, এবং ৯টি শিশু গৃহকর্মীকে পিটিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে।

২০১৬ সালে প্রথম ৩মাসেই (জানুয়ারী- মার্চ) ৭৫টি শিশু হত্যার শিকার হয়েছিল, পর্যায়ক্রমে এরপরের ৬মাসে (এপ্রিল-জুন) এবং (জুলাই-সেপ্টেম্বরে) তা যথাক্রমে কিছুটা কমে দাড়ায় ৬১ এবং ৬৬ তে। শেষ ৩মাসে (অক্টোবর - ডিসেম্বর) শিশু হত্যার সংখ্যা ছিল ৬৩।

শিশু হত্যার কারণগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যদের সাথে বিরোধ এবং শত্রুতার বলি হয়েছে নিরীহ শিশু। এ ছাড়াও দরিদ্র শ্রমজীবী শিশুদের তুচ্ছ কারণে বা চুরির অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে নির্যাতন করে

Bangladesh Shishu Adhikar Forum
Child Rights Network of NGOs

House # 42/43 (Level-2), Road # 2
Janata Cooperative Housing Society
Ring Road, Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-8110857, Fax: 88-02-9110017
E-mail:info@bsafchild.net; bsaf@bdcom.net
Web: www.bsafchild.net

মেরে ফেলার ঘটনা/প্রবণতা অব্যাহত ভাবে লক্ষণীয়। বাবা মায়ের হাতে শিশু হত্যার ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, বাবা মায়ের মধ্যে পারিবারিক কলহ/বিরোধ এবং পরকীয়ার সূত্র ধরে অবুঝ শিশুকে খুন করা হয়েছে। আবার আবার মানসিকভাবে অসুস্থ মায়ের হাতে শিশু খুন হওয়া সহ শিশুকে বিষ খাইয়ে বা গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে বাবা/মায়ের আত্মহত্যার প্রবণতাও ছিল লক্ষণীয়।

বিএসএএফ এর পরিসংখ্যান মতে ২০১২ সালে ২০৯টি শিশু, ২০১৩ সালে ১৮০টি শিশু, ২০১৪ সালে ৩৬৬টি শিশু এবং ২০১৫ সালে ২৯২টি শিশু হত্যার শিকার হয়।

পত্রিকার সংবাদ মারফৎ ২০১৬ সালে ৩৬টি শিশু হত্যার রায় পাওয়া গিয়েছে যার ৩টি ২০১৫সালের এবং বাকি সব গুলোই ২০১০-২০১৪ সময়কালের বা তার ও আগের।২০১৫ সালের নভেম্বরে রাজন-রাকিব হত্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্রুততম রায় হয়েছিল কিন্তু রায় কার্যকর হয়নি এক বছরেও।

আত্মহত্যাঃ

২০১৬ সালে ১৪৯টি শিশু আত্মহত্যা করে যা ২০১৫ সালের চেয়ে ৩৫% কম। ২০১৫ সালে ২২৮টি শিশু আত্মহত্যা করে। এর আগে ২০১৪ সালে ১৫১টি শিশু, ২০১৩ সালে ৭৬ টি শিশু এবং ২০১২ সালে ৪৯টি শিশু আত্মহত্যা করে। শিশুদের আত্মহত্যার কারণগুলো প্রধানতঃ পারিবারিক কলহ, অভিমান, পরিক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ণের শিকার হওয়া, প্রেম-ভালবাসায় ব্যর্থ বা প্রত্যাখ্যাত হওয়া এবং কোন সৌখিন জিনিস কিনে না দেওয়া।

সড়ক দুর্ঘটনা ঃ

২০১৬ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫২টি শিশু নিহত হয়েছে যা ২০১৫ সালের চেয়ে ৪৭.৫% কম। ২০১৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৮০টি শিশু নিহত হয়েছিল। এর আগে ২০১৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬৯টি শিশু, ২০১৩ সালে ১৪৯টি শিশু এবং ২০১২ সালে ৯৯টি শিশু নিহত হয়েছিল।

২। অপঘাত ঃ

২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে সব ধরনের দুর্ঘটনা বা অপঘাতে শিশুর আহত/আঘাতের প্রবণতা কমেছে ৫২%। ২০১৬ সালে ২০৫টি শিশু বিভিন্ন ধরনের অপঘাত এর শিকার বা বিভিন্ন ঘটনা/ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। এর মধ্যে ৩১টি শিশু সড়ক দুর্ঘটনায়, ২৬টি শিশু হত্যা চেষ্টায়, ২টি শিশু বজ্রাঘাতে, ২৩টি শিশু আগুনে পুড়ে, ১১টি শিশু বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে আহত হয়। এছারা ১০৯টি শিশু অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে যেমনঃ গাছ থেকে পরে, ছাদ থেকে পরে, জন্তু জানোয়ারের কামরে ইত্যাদি। ২০১৫ সালে ৪২৮টি শিশু বিভিন্ন ধরনের অপঘাত এর শিকার বা বিভিন্ন ঘটনা/ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল।

২০১৬ সালে দুর্ঘটনা বা অপঘাতে শিশুর আহত/আঘাতের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর ২০১৫ সালের সাথে তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল ঃ

	আঘাতের ধরণ	২০১৫	২০১৬	হ্রাস/বৃদ্ধি
১	সড়ক দুর্ঘটনায় আহত	১৩৮	৩১	-৭৭.৫৪%
২	হত্যা চেষ্টায় আহত	২৯	২৬	-১০.৩৪%
৩	আগুনে পুড়ে আহত	৪৯	২৩	-৫৩.০৬%
৪	বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে আহত	২৯	১১	-৬২.০৭%
৫	বজ্রাঘাতে আহত	৫৭	২	-৯৬.৪৯%
৬	অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনায় আহত	১১২	১০৯	-৩%
৭	আত্মহত্যার চেষ্টা	১৪	৩	-৭৮.৫৭%

Bangladesh Shishu Adhikar Forum
Child Rights Network of NGOs

House # 42/43 (Level-2), Road # 2
Janata Cooperative Housing Society
Ring Road, Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-8110857, Fax: 88-02-9110017
E-mail:info@bsafchild.net; bsaf@bdcom.net
Web: www.bsafchild.net

৩। যৌন নির্যাতন

২০১৬ সালে ৬৮৬টি শিশু ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ইভটিজিং, যৌন হয়রানী সহ বিভিন্ন ধরণের যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালের তুলনায় ৬% কম। ২০১৫ সালে সারাদেশে ৭২৭টি শিশু যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ণের শিকার হয়েছিল। মূলত ২০১৫ সাল থেকেই শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কেননা ২০১৪ তে সর্বমোট ২২৪টি শিশু যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ণের শিকার হয়েছিল।

২০১৬ তে মোট ৪৪৬ টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে যাদের মধ্যে ৬৮টি শিশু গণধর্ষিত হয়েছে, ৪২টি প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিশু ধর্ষিত হয়েছে, ২১টি শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ২টি শিশু ধর্ষণের অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। এ ছাড়াও ৫৬টি শিশু ইভটিজিং এবং ৬০টি শিশু যৌন নিপীড়ণের শিকার হয়েছে। ২০১৬ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে শিক্ষকদের দ্বারা যৌন নিপীড়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত কালে বখাটেদের উৎপাত বেড়েছে। বখাটেদের দ্বারা লাঞ্ছনা, মারধর-হামলা এমনকি জখম হয়েছে ৩৫টি মেয়ে শিশু এবং বখাটেদের প্রতিহত করতে যেয়ে হামলায় আহত হয়েছে ২৫জনাধিক অভিভাবক।

ধর্ষণের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, ২০১৬ তে যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার শিশুদের অধিকাংশই ৫-১২ বছরের অবুঝ শিশু এবং প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিশু। ৫-১২ বছরের শিশুদের ধর্ষণ করা হয়েছে চকলেট, খেলনা বা কোন সৌখিন জিনিস দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এবং কোন নির্জন স্থানে বা বাড়িতে একা পেয়ে। বর্তমান কালে একেবারেই অবুঝ শিশুদের যৌন নির্যাতনের টার্গেট করা হচ্ছে কারন তারা অনেক ক্ষেত্রেই তার সাথে কি হচ্ছে বুঝতে পারেনা বা প্রতিবাদ/চিৎকার করতে পারেনা। ১৩-১৮ বছরের শিশুদের ধর্ষণ করা হয়েছে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে, জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে এবং এবং কোন নির্জন স্থানে বা বাড়িতে একা পেয়ে।

২০১৫ তে ২০১৪ সালের তুলনায় শিশু গণধর্ষণ বেড়েছিল ৩৫০%, ধর্ষণের পর শিশু হত্যা বেড়েছিল ৪২% এবং সামগ্রিকভাবে ধর্ষণ বেড়েছিল ১৬১%। ২০১৪ সালে ১৯৯টি শিশু, ২০১৩ সালে ১৭০ টি শিশু এবং ২০১২ সালে ৮৬টি শিশু ধর্ষিত হয়েছিল।

২০১৬ সালে শিশু যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর ২০১৫ সালের সাথে তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল ঃ

	নির্যাতনের ধরণ	২০১৫	২০১৬	হ্রাস/বৃদ্ধি
১	শিশু ধর্ষণ	৫২১	৪৪৬	-১৪.৪০%
২	শিশু গণধর্ষণ	৯৯	৬৮	-৩১.৩১%
৩	ধর্ষণের পর শিশু হত্যা	৩০	২১	-৩০.০০%
৪	ধর্ষণের পর শিশুর আত্মহত্যা	৪	২	-৫০.০০%
৫	ধর্ষণের চেষ্টা	৭২	৭৪	২.৭৮%
৬	ইভটিজিং	৬১	৫৬	-৮.২০%
৭	যৌন নিপীড়ণ/হয়রানী	৭৩	৬০	-১৭.৮১%

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের মতে শিশু ধর্ষণের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারন মূলত, নির্যাতন করার পরও আইনের আওতায় আসছে না অপরাধী। ফলে একের পর এক শিশু ধর্ষণের পৈশাচিক ঘটনা ঘটছে। আইন থাকলে তা উপেক্ষিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত মামলা হলে যে চার্জশিট দেওয়া হয় তাতে আইনের ফাঁক-ফোকর থাকে। নির্যাতিত শিশু দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত আর অপরাধী ক্ষমতাবান প্রভাবশালী ফলে মামলা গতি হারায়। শিশুর পক্ষে সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যায় না। দরিদ্র অভিভাবক অনেক সময় অল্প টাকায় আসামির সাথে আপস করে মামলা তুলে নেয়। যখন ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে, তখন গরিব হলেও সম্মান খোয়ানোর ভয়ে তারা মামলা করে না। আবার মামলা করলেও আসামি পক্ষের আইনজীবীর নোংরা জেরা এবং দীর্ঘ সময় ধরে মামলা চলায় তাদের পক্ষে মামলা চালিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয় না। ফলে সমাজে শিশু ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলেছে।

Bangladesh Shishu Adhikar Forum
Child Rights Network of NGOs

House # 42/43 (Level-2), Road # 2
Janata Cooperative Housing Society
Ring Road, Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-8110857, Fax: 88-02-9110017
E-mail:info@bsafchild.net; bsaf@bdcom.net
Web: www.bsafchild.net

৪। অপহরণ, নিখোঁজ ও উদ্ধার

২০১৬ সালে অপহরণ, নিখোঁজ ও উদ্ধার হয়েছে ৪৪৫টি শিশু। ২০১৬ সালে ১৮৩টি শিশু অপহরণের ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে ১৩১টি শিশুকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়। মুক্তিপণের জন্য হত্যা করা হয় ১৭টি শিশুকে। এ ছাড়াও ২৪টি শিশুকে অপহরণের চেষ্টা করা হয় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও স্থানীয় জনতার সহায়তায় তা ব্যর্থ হয়। ২০১৫ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে অপহরনের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ২৫% এবং অপহরণের পর শিশু হত্যা কমেছে ৫৭.৫%।

২০১৬ সালে ১৩৩ টি শিশু নিখোঁজ হয়েছে যাদের মধ্যে ৪৭টি শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় যাদের হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের চেয়ে ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে শিশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। ২০১৫ সালে ১৩৬টি শিশু নিখোঁজ হয় যেখানে ২০১৪ সালে ৮০টি শিশু নিখোঁজ হয়েছিল। ২০১৫ সালের ১৩৬টি নিখোঁজ শিশুর মধ্যে ৬৭টি শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় যাদের হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের ২৯টি নিখোঁজ শিশুর লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

এছাড়াও ২০১৬ সালে ৯টি অজ্ঞাত পরিচয় নবজাতক কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে যাদের জন্মের পরেই রাস্তা/ডাস্টবিন বা ঝোপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয় ২৮টি শিশুর লাশ পাওয়া গিয়েছে যার ৯৯%ই নবজাতক। ২০১৬ সালে পাচারকালে ও পাচার পরবর্তী সময়ে সর্বমোট ৬০টি শিশুকে উদ্ধার করা হয় যাদের মধ্যে অধিকাংশই পাচারকালে উদ্ধার হয়েছে। ২০১৬ সালে সালে ৮টি নবজাতক চুরির ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে ৩টি শিশুকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

২০১৬ সালে শিশু অপহরণ, নিখোঁজ ও উদ্ধারের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর ২০১৫ সালের সাথে তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল ঃ

	নির্যাতনের ধরণ	২০১৫	২০১৬	হ্রাস/বৃদ্ধি
১	অপহরণ	২৪৩	১৮৩	-২৪.৬৯%
২	অপহরণ ও উদ্ধার	১৬৭	১৩১	-২১.৫৬%
৩	মুক্তিপণের জন্য হত্যা	৪০	১৭	-৫৭.৫০%
৪	অপহরণের চেষ্টা	৩৩	২৪	-২৭.২৭%
৫	নিখোঁজ	১৩৬	১৩৩	-২.২১%
৬	নিখোঁজ শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া	৬৭	৪৭	-২৯.৮৫%
৭	পাচারকালে ও উদ্ধার	১৪৮	৬০	-৫৯.৪৬%
৮	নবজাতক চুরি	৭	৮	১৪.২৯%
৯	নবজাতক চুরি ও উদ্ধার	৫	৩	-৪০.০০%
১০	অজ্ঞাত পরিচয় নবজাতক কুড়িয়ে পাওয়া	২৪	৯	-৬২.৫০%
১১	অজ্ঞাত শিশুর লাশ পাওয়া	৫২	২৮	-৪৬.১৫%

৫। শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতা ঃ

২০১৬ সালে ৩৯৮টি শিশু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালের তুলনায় ১১.৭৫% কম। ২০১৫ সালে সারাদেশে ৪৫১টি শিশু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছিল।

২০১৬ সালে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার ৩৯৮টি শিশুর মধ্যে ২৬৩টি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দ্বারা শাস্তি/নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ১৪টি শিশু গৃহকর্মী কর্মস্থলে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ৪টি শিশু এসিডদগ্ধ হয়েছে এবং ১০৬টি শিশুকে পিটিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে।

২০১৫ সালের ন্যায় ২০১৬ সালেও নির্মমভাবে পিটিয়ে শিশু নির্যাতন বেড়েছে। চুরির অপবাদে দরিদ্র এবং শ্রমজীবী শিশুদের পিটিয়ে নির্যাতন এর ভয়ংকর প্রবণতা অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Bangladesh Shishu Adhikar Forum
Child Rights Network of NGOs

House # 42/43 (Level-2), Road # 2
Janata Cooperative Housing Society
Ring Road, Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-8110857, Fax: 88-02-9110017
E-mail:info@bsafchild.net; bsaf@bdcom.net
Web: www.bsafchild.net

২০১৬ সালে শিশুর বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর ২০১৫ সালের সাথে তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল ঃ

	নির্যাতনের ধরণ	২০১৫	২০১৬	হ্রাস/বৃদ্ধি
১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দ্বারা শাস্তি/নির্যাতনের শিকার	২১৯	২৬৩	২০.০৯%
২	শিশু গৃহকর্মী নির্যাতন	২২	১৪	-৩৬.৩৬%
৩	এসিড দগ্ধ	১৪	৪	-৭১.৪৩%
৪	রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত	২৫	৪	-৮৪.০০%
৫	রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত	৭৬	৭	-৯০.৭৯%
৬	পিটিয়ে নির্যাতন	৯০	১০৬	১৮%

৬। অন্যান্য

অন্যান্য বিভিন্ন ঘটনায় ৪১৪টি শিশুর অধিকার হরন হয়েছে যেমনঃ বাল্য বিবাহ, শিশু বিক্রি ইত্যাদি।

শিশু অধিকার পরিস্থিতি উন্নত করতে সুপারিশ সমূহ

সরকারের উদ্দেশ্যে

- হত্যা ধর্ষণ সহ সকল ধরণের শিশু নির্যাতনের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এবং রায় দ্রুতগতিতে কার্যকর করা ।
- যে সকল নির্যাতিত দরিদ্র শিশুর পিতামাতার মামলা করার/ মামলা চালানোর সামর্থ্য নেই তাদের সরকারী সহায়তা নিশ্চিত করা ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে শারীরিক শাস্তি / নির্যাতন বন্ধে যে বিধান রয়েছে তা কেন সঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে না তা যথাযথভাবে মনিটরিংএর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।
- বাজেটে শিশুদের জন্য বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা এবং বাজেটে শিশুদের জন্য যে বরাদ্ধ করা হবে তা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা সেটাও তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।
- শিশু আইন ২০১৩ এর প্রয়োগ এর বিধি যথাশ্রীঘ্রই প্রণয়ন করা সহ আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুদের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় রেখে খসড়া শিশু অধিদপ্তরের কাঠামোটি চূড়ান্ত করণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের "শারীরিক শিক্ষা" বিষয়ে সঠিক ভাবে পড়ানো এবং সচেতন করে তোলা।

পিতা-মাতার এবং পরিবারের উদ্দেশ্যে

- শিশু যৌন নির্যাতন বন্ধে শিশুর বাবা-মায়ের সচেতন ও সতর্ক হতে হবে।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো আচরণে অসংগতি দেখা দিলে (যেমন মাদকাসক্তি বা মানসিক ভারসাম্যহীনতা) অবহেলা না করে মনঃরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু সহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যু কমাতে বাবা-মায়ের আরো সতর্ক হতে হবে।

Bangladesh Shishu Adhikar Forum
Child Rights Network of NGOs

House # 42/43 (Level-2), Road # 2
Janata Cooperative Housing Society
Ring Road, Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-8110857, Fax: 88-02-9110017
E-mail:info@bsafchild.net; bsaf@bdcom.net
Web: www.bsafchild.net

গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশ্যে

- শিশু নির্যাতনের ঘটনা গুলোর ফলোআপ প্রকাশ করা।
- ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছাড়াও অন্যান্য শিশু হত্যার/ নির্যাতনের রায়গুলোর ব্যাপারে প্রচার করা যাতে সমাজে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি হয়।

সর্বোপরি শিশু নির্যাতন বন্ধে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করে একটি শিশু বান্ধব সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।